সবুজ সংঘের শিশু সুরক্ষা নিয়মাবলী

সবুজ সংঘ একটি অসরকারী সংগঠন হিসাবে তার যাত্রা শুরু করে ১৯৭৫ সালে, জনগনের অংশগ্রহন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সুন্দরবনের দক্ষিণ ২৪ পরগনা অঞ্চলের পিছিয়ে পড়া দরিদ্রতম মানুষের সামগ্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ।

ঐ একই সময় থেকেই সবুজ সংঘ তার কাজের পরিধি বিস্তার করে সুন্দরবনের দক্ষিণ ২৪ পরগনা থেকে কলকাতা মহানগরীর দরিদ্রতম মানুষের উন্নয়নের বিভিন্ন প্রকার প্রকল্পের মধ্য দিয়ে কাজ করে, বিশেষ করে যারা সুন্দরবন থেকে কাজের বা জীবন জীবিকার জন্য শহরে চলে আসে তাদের জন্য ।

এই গুলি হল :-
শিশু শিক্ষা
শিশু সুরক্ষা
স্বাস্থ্য পরিষেবা
মহিলাদের ক্ষমতায়ন ও অধিকার
পরিবেশ
মানব অধিকার

শিশুদের সঙ্গে ও শিশুদের জন্যই সবুজ সংঘ'র সমস্ত কাজের মূখ্য উদ্দেশ্য ।

কাজ করার সময় সবুজ সংঘ একটা বিষয় গুরুত্বের সঙ্গে লক্ষ্য করে যে শিশু অধিকার ও শিশু সুরক্ষা যেন অগ্রাধিকার পায় । আমরা কাজ করি নিজস্ব ঘোষিত শিশু সুরক্ষা নিয়মের মাধ্যমে ।

সবুজ সংঘের শিশু সুরক্ষা নিয়মের নীতি নির্দেশাবলী সংগঠনের সমস্ত কর্মীবৃন্দ ও সদস্য মেনে কাজ করতে বাধ্য থাকেন ।

সবুজ সংঘ বিশ্বাস করে যে একটি শিশুর প্রয়োজন অনুযায়ী সামগ্রিক ভাবে সুরক্ষা।

আমরা বিশ্বাস করি যে একটি শিশু হবে মানুষ হিসাবে অনূর্ধ আঠারো বছর ।

১. শিশুর শৈশব থেকে যে কোনও ধরনের সামাজিক অধিকার ও বৈষম্য থেকে সুরক্ষা ।

২. জন্মনিবন্ধীকরন শিশুকে দেয় সাংবিধানিক অধিকারের সুরক্ষা ।

৩. মৌলিক প্রয়োজন যেমন খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য প্রতিটি শিশুকে দেয় শারীরিক ও মানসিক সুরক্ষা ।

৪. প্রতিটি শিশুর টীকা, পুষ্টি ও মৌলিক স্বাস্থ্য পরিষেবা পাওয়া উচিত ।

৫. প্রতিটি শিশুর প্রয়োজন শিশু বন্ধু সুলভ পরিবেশ শিশুটির বাড়িতে বিদ্যালয়ে/শিক্ষাকেন্দ্রে ও সামাজিক জমায়েতে ।

৬. প্রতিটি শিশুর প্রয়োজন অনুযায়ী শিক্ষার প্রয়োজন ।

৭. প্রতিটি শিশুর ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত স্কুলে যাওয়া উচিৎ ।

৮. শিশুশ্রমিক, শিশুপাচার, শারীরিক, মানসিক ও যৌন অত্যাচার থেকে শিশুদের রক্ষা করা উচিৎ ।

৯. শিশুদের বৃত্তিমূলক দক্ষতায় উন্নীত করা প্রয়োজন ।

১০. শিশুদের যে কোনও পরিবেশগত বা মনুষ্যগত দুযোগ থেকে সুরক্ষা দেওয়া উচিৎ ।

১১. শিশু অধিকার সংক্রান্ত পরিবার ও সমাজে সচেতনতার মধ্য দিয়ে মহিলা/ পুরুষ নিবিশেষে সুরক্ষা দেয় ।

১২. সকলের সঙ্গে ও পক্ষাবলম্বন ।

ক. শিশু সুরক্ষা নিয়মের ব্যবহার

সবুজ সংঘের শিশু সুরক্ষা নিয়ম সমস্ত শিশু, সবুজ সংঘের কর্মী (কর্মকর্তা ও সমস্ত স্তরের কর্মী), দাতা সংগঠন, সরবরাহকারী বিক্রেতা, নির্মাতা, অভিভাবক, সামাজিক দায়িত্বশীল যারা শিশুদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ ভাবে যোগাযোগ করে তাদের জন্য প্রযোজ্য ।

ব্যাখ্যা :-

শিশু

সমস্ত শিশু যেমন বিদ্যালয়, কোচিং কেন্দ্র, প্রিপারেটরি কেন্দ্র, প্লাটফর্ম শিশু, ঘরোয়া শিশু কর্মী, বিদ্যালয়ে না যাওয়া শিশু, আবাসী ও অনাবাসী শিশু শিবির এবং যাদের বয়স অনূর্ধ আঠারো বছর সবুজ সংঘ তাদের নিয়ে কাজ করে ।

ব্যাবস্থাপক - সমস্ত ব্যবস্থাপনা পর্যায়ের কর্মী
কর্মী
সমস্ত স্থায়ী ও চুক্তিভিত্তিক স্বেচ্ছাসেবী, কোচিং শিক্ষক, স্বাস্থ্য কর্মী, সমাজকর্মী, শিশু সাথী এবং যারা প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ ভাবে যুক্ত সবুজ সংঘের উন্নয়ন মূলক কাজের সঙ্গে ।

দাতাগন - সবাই যারা সবুজ সংঘের উন্নয়নমূলক কাজ গুলিকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সাহায্য করেন ।

সরবরাহকারীগণ - যারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সবুজ সংঘে জিনিসপত্র সরবরাহ করেন ।

কন্ট্রাক্টর - যারা যুক্ত সবুজ সংঘের যে কোনও ধরনের নির্মানমূলক কাজের সঙ্গে ।

অভিভাবক - সমস্ত শিশু যেমন - অনুর্ধ অঠারো বছর তাদের অভিভাবক যারা সবুজ সংঘের কর্ম এলাকায় বাস করেন ।

সামাজিক দায়িত্বশীল ব্যক্তি - সমস্ত সামাজিক ব্যক্তিত্ব যারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সবুজ সংঘের সঙ্গে উন্নয়নমুলক কাজের সম্প্রসারনের জন্য গ্রামে ও শহরতলী এলাকায় যুক্ত ।

আবাশ্যিক আচরগত মনোভাব/অঙ্গভঙ্গী যার জন্য শিশু সুরক্ষা নিয়ম প্রযোজ্য ।

এই নিয়ম নিশ্চিতকরন যা যে সমস্ত ব্যক্তিত্বের বোঝা ও মেনে চলা উচিত । নিন্মলিখিত আচরনগত নকশা :-

১. বাধ্যতামূলক আচরনগত নিয়ম কর্মীদের জন্য
কোন শিশুকে আবহেলা করা চলবে না ।
প্রতিটি শিশুকে মর্যাদা দেওয়া উচিত ।
শিশুর সামনে কুরুচিকর ভাষা ব্যবহার করা চলবে না ।
কোনও শিশুকে বর্ণ, জাতি, ধর্ম, লিঙ্গ নির্বশেষে বৈষম্যমূলক আচরন করা যাবে না ।

কোনও শিশুকে গৃহকর্ম অথবা শিশুশ্রমিকের কাজে নিযুক্ত করা যাবে না ।

কোনও শিশুকে শারীরিকভাবে শাস্তি দেওয়া যাবে না।
শিশুদেরকে উৎসাহ দেওয়া উচিৎ তাদের আবেগকে কোনও ভাবেই অপমান করা যাবে না ।

২. বাধ্যতা মূলক আচরনগত নিয়ম/দাতা/সরবরাহকারী/পরিদর্শক/
কন্ট্রাক্টরদের জন্য
সমস্ত পরিদর্শক ও দাতাগনের জন্য আগাম অনুমতি সুনিশ্চিত করা কতৃপক্ষের (পরিদর্শনের জন্য)

শিশুর সামনে কুরুচিকর
স্থানীয় আবেগ আনুযায়ী বিচারকের উপযুক্ত পোষাক বজায় রাখা উচিৎ ।

কোনও প্রকার দান বা উপহার সরাসরি শিশুকে দেওয়া যাবে না ।

শিশুকে কোনও প্রকার ঝুঁকিপূর্ণ কাজের সাথে যুক্ত করা যাবে না ।

শিশুর সঙ্গে বন্ধুসুলভ আচরণ হওয়া উচিৎ ।

৩. কী করা উচিৎ যারা শিশু অধিকার সুরক্ষিত করার প্রতিযোগিতায় আছে :- শিশু অধিকার সংক্রান্ত বিষয়ে সমগ্র সমাজকে সাথে করা ।

শিশুকে মৌখিক অত্যাচার, পরিহাস, অপমান এবং একাকীকরন না করা ।

সতর্ক হওয়া এবং প্রতিবাদের জন্য তৈরী হওয়া যে কোনও ধরনের শারীরিক অত্যাচার যা জন্ম নেয় অবহেলা এবং সমাজের কুঅভ্যাসের দ্বারা ।

সেখানে পদক্ষেপ নেওয়া উচিৎ যেখানে প্রতিটি জায়গায় ভাল পরিবেশ নিশ্চত করা শিশুর বৃদ্ধির জন্য ।

অগ্রাহ্য করা যাবেনা যদি দেখা যায় শিশুটি মাদকাসক্ত অথবা অন্য শিশুদের মাদকাসক্তিতে আকৃষ্ট করছে ।

শিশু সুরক্ষা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করন করা যে কোনও ধরনের শোষন এবং সমস্যা থেকে ।

বল - শিশুশ্রম নয়।

৪. শিশু অধিকার লঙ্ঘনের ঘটনার প্রতিবেদন কাঠামো :-
যে কোন ধরনের শিশু অধিকার লঙ্ঘনের পরিমান ও ঘটনা যদি কোনও কর্মী প্রতিবেদন দেয় তার উর্দ্ধতন কতৃপক্ষকে লিখিত অথবা টেলিফোনের মাধ্যমে জানাবে যদি ঘটনাটি জরুরী হয় ।

প্রতিবেদনে সুপষ্টভাবে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি উল্লেখ করতে হবে :-
কী ধরনের শিশু অধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে
নিগৃহীত শিশুর নাম :
বয়স :
লিঙ্গ :
ঠিকানা :

সন্দেহজনক অত্যাচারী (যদি কেউ হয়)

তৎক্ষনাৎ কী উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে

কী ধরনের সহযোগীতা পাওয়া গেছে উর্দ্ধতন কতৃপক্ষ থেকে

মূখ্য আধিকারীকের কাছ থেকে প্রশাসনিক অফিসার এর মাধ্যমে আগাম সম্মতি নেওয়া থাকে বড় সড় বা কৌশলগত পদক্ষেপের জন্য